দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং – ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় – ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা – ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স – ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

মেমো নং: ডি.এম.এফ/প্রেস/১৯/২১ জুন ১১, ২০২১

শ্রী অত্রি ভট্টাচার্য্য,
মাননীয় অতিরিক্ত মুখ্য সচিব,
মৎস্য দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বিষয়ঃ মাছ ধরা নৌকার লাইসেন্স নবীকরণের সময়সীমা সম্প্রসারণের এবং মাছ ধরার মোটরচালিত ছোট নৌকার নতুন নিবন্ধীকরণ (Registration) চালু করার অনুরোধ।

মাননীয় মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে আপনাকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই।

কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত নিষেধাজ্ঞা, গত বছরের আমফান ও সাম্প্রতিক যশ ঘূর্নিবাত্যার কারনে সুন্দরবন ও উপকূলের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সাধারনভাবে জনজীবন ও বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নিদারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, জাল-নৌকা কোনমতে মেরামত করে জীবিকা অর্জনের জন্য মাছ ধরতে যাওয়ার ব্যস্ততায় এই সময়ে মৎস্যজীবীদের নাভিশ্বাস উঠছে। এছাড়া পরিবহণের অভাবে দপ্তরে আসাযাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। বহু ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী তাদের মাছধরা নৌকাগুলির লাইসেন্স নবীকরণ করতে পারেননি। ইতিমধ্যে আগামী ১৫ই জুন ২০২১ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রে মাছ ধরা চালু হতে চলেছে।

এমতাবস্থায় দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে অনুরোধ -

১) অবিলম্বে মাছধরা নৌকার ২০২১ সালের লাইসেন্স নবীকরণের সময়সীমা সম্প্রসারিত করে আদেশ জারি করা হোক;

২) মাছধরা নৌকার ২০২১ সালের লাইসেন্স নবীকরণে বিলম্বের জন্য জরিমানা সম্পূর্ণ মকুব করা হোক;

৩) ২০২১ সালের লাইসেন্স নবীকরণ না হওয়া পর্যন্ত মাছধরা নৌকাগুলিকে ২০২০ সালের লাইসেন্সের ভিত্তিতে মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হোক।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং – ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় – ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা – ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স – ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

এছাড়া আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছি যে রাজ্য সরকারের মৎস্যদপ্তর হস্তচালিত মাছ ধরা নৌকার নতুন নিবন্ধীকরন চালু রাখলেও যন্ত্রচালিত বড় মাছধরা নৌকার সাথে মোটরচালিত ছোট মাছধরা নৌকার নতুন নিবন্ধীকরনও বন্ধ রেখেছেন। এটি সর্বজনবিদিত যে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিনাশে সবচেয়ে বড় ভূমিকা অতিরিক্ত ও ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকারের যার জন্য দায়ী যন্ত্রচালিত বড় মাছধরা নৌকাগুলি। একেকটি যন্ত্রচালিত বড় মাছধরা নৌকা অন্তত ১০০টি মোটরচালিত ছোট মাছধরা নৌকার মতো মৎস্য শিকারের ক্ষমতা রাখে। এই কারনে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র সমুদ্রের প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ আহরণে অনেক বেশি সুস্থায়ী। তাছাড়া ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রে রোজগারের বন্টনও অনেক ব্যাপক ও সমতাপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম মনে করে যে নতুন নিবন্ধীকরনের ক্ষেত্রে মোটরচালিত ছোট মাছধরা নৌকাগুলিকে যন্ত্রচালিত বড় মাছধরা নৌকাগুলির সাথে এক করে দেখা ঠিক নয়। **যন্ত্রচালিত বড় মাছধরা নৌকাগুলির নতুন নিবন্ধীকরণ বন্ধ করা উচিত এবং এমনকি সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুস্থায়ী আহরণের স্বার্থে তাদের সংখ্যা এবং মাছ ধরার সময় ও পরিমাণ হ্রাস করাও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর বিপরীতে সুস্থায়ী মৎস্য আহরণ এবং রোজগারের ব্যাপকতর ও সমতাপূর্ণ বন্টনের স্বার্থে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সম্প্রসারণ তথা মোটরচালিত ছোট মাছধরা নৌকার নতুন নিবন্ধীকরণ চালু করা প্রয়োজন।**

আপনার বিশ্বস্ত,

প্রদীপ চ্যাটার্জী,
সভাপতি, ডি.এম.এফ।

মেমো নং: ডি.এম.এফ/প্রেস/১৯/২১/১(৩) জুন ১১, ২০২১

বিষয়টির অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হল –

১। অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
সেক্টর-৫ সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১
২। সহ-অধিকর্তা (সামুদ্রিক) মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
মীন ভবন, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪০১
৩। সহ-অধিকর্তা (সামুদ্রিক) মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
ডায়মন্ডহারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - ৭৪৩৩৩১

প্রদীপ চ্যাটার্জী,
সভাপতি, ডি.এম.এফ।